Book of Taveezaat

تعویذات کی کتاب

তাবিজের কিতাব

تاویجیر کتاب

সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক

الله شافی

তাবিজের কেতাব

বহু লোকের অনুরোধে এই কিতাবখানা লিখিলাম,
নিজে পারেন ভাল, নচেৎ পরহেজগার আলেম
দ্বারা তদ্‌বীর করাইবেন।
আমি এজাজত দিলাম এবং আমি দোয়া করি,
আল্লাহ্‌পাক শাফা দান করেন।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক
মরহুম পীর সাহেব, চরমোনাই, বরিশাল

Ghulam Yaseen

প্রকাশক ঃ—
সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউস
সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার
সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
(সাহেবজাদা ত্রয় মরহুম পীর সাহেব কেবলা)

পরিবেশক ঃ—
আল-এছহাক প্রকাশনী
১৩৫, হৃষিকেশ দাস রোড,
সূত্রাপুর, ঢাকা-১

সংশোধিত সংস্করণ
মাঘ, ১৩৯৩ সাল

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৭'০০ টাকা।

মুদ্রণে ঃ আল-এছহাক প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
১৩৫, হৃষিকেশ দাস রোড,
সূত্রাপুর, ঢাকা—১

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মোকাদ্দামাহ্	৫
২। মাথা ধরা, মাথা কামড়ি অথবা মাথা খারাপ হইয়া যায় তাহার তদ্‌বীর	৯
৩। মাথা গরম থাকে বা মাথা ঘুরাইতে থাকে তাহার তদ্‌বীর	১০
৪। স্মৃতি শক্তি কমিয়া যায়, যাহা পড়ে বা শুনে সব ভুলিয়া যায় তাহার তদ্‌বীর	১০
৫। জবান তোত্‌লা হইয়া যায় বা গলা বেদনা করে মুখ দিয়া কথা সরে না তাহার তদ্‌বীর	১২
৬। গলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া যায় বা গলা বেদনা করে তাহার তদ্‌বীর	১৩
৭। ছিনা বেদনা করে অথবা কথা বলিবার সময় ছিনার মধ্যে ধড়ফড় করে বা কাঁপিতে থাকে তাহার তদ্‌বীর	১৪
৮। পেটের মধ্যে বেদনা করে, বেদনার কারণে বেহুস হইয়া অথবা বদহজম হইয়া পেটের মধ্যে বুট বুট করে তাহার তদ্‌বীর	১৪
৯। সন্তান হয় না, ঋতু ঠিকমত হয় না, ঋতুর সময় তলপেটে বেদনা করে কোন কোন স্ত্রীলোকের তলপেটে চাকাও হইয়া থাকে তাহার তদ্‌বীর	১৫
১০। কতেক স্ত্রীলোকের সন্তান হয় কিন্তু বাঁচে না অথবা কাঁচা যায় তাহার তদ্‌বীর	১৬
১১। জেন, দৈত্য, ভূত-প্রেত ইত্যাদির উপদ্রব ও আছর হইতে নিরাপদে থাকার তদ্‌বীর (পঁয়ত্রিশ প্রকার তদবীর) ..	১৭

Ghulam Yaseen

বিষয়	পৃষ্ঠা
১২। জেন সংক্রান্ত তদ্‌বীরকারীর জরুরী আমল ...	৩১
১৩। ঘর-বাড়ীর সীমানা বন্ধ করার তদ্‌বীর ...	৩৩
১৪। নিদ্রিত অবস্থায় যাবতীয় ভয় ও উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্‌বীর ...	৩৬
১৫। সকল প্রকার পীড়ার উপশমের তদ্‌বীর ...	৩৮
১৬। সকল প্রকার বেদনার আশ্চর্য ও ফলপ্রদ চমৎকার তদ্‌বীর	৪২
১৭। স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার তদ্‌বীর ...	৪৫
১৮। প্রস্রাব বৃদ্ধি হয় অথবা প্রস্রাবের সময় জ্বালা-পোড়া করে তাহার তদ্‌বীর ...	৪৭
১৯। চক্ষে কম দেখা, চক্ষু লাল হওয়া ইত্যাদির তদ্‌বীর ...	৪৭
২০। স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু অতিরিক্ত হইলে তাহার তদ্‌বীর	৪৮
২১। স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু বন্ধ হইলে তাহার তদ্‌বীর ...	৪৯
২২। যে স্ত্রীলোকের সব মেয়ে হয়, ছেলে হয় না তাহার তদ্‌বীর	৪৯
২৩। অতি জ্বর হইলে তাহার তদ্‌বীর ...	৫০
২৪। পেটে প্লীহার কারণে হামেসা জ্বর হইলে তাহার তদ্‌বীর	৫১
২৫। স্ত্রী যদি স্বামীকে না দেখতে পারে বা না মানে তাহার তদ্‌বীর	৫১
২৬। যদি কাহাকেও সাপে কাটে বা শিংমাছ, বাইনমাছ, বল্লা, ভেংরুল ইত্যাদিতে আল দিলে তাহার তদ্‌বীর—	—৫২
২৭। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় অতিরিক্ত প্রসব বেদনা হইলে তাহার তদ্‌বীর ...	৫৩
২৮। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকার প্রথম ছবক ...	৫৫
২৯। কিতাবের তালিকা ...	৫৬

بسم الله الرحمن الرحيم

মোকাদ্দামাহ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

الحمد لله على كماله ونصلى على رسوله ○

আল্লাহ্‌পাকের খাছ বান্দাগণ (মানুষের) মধ্যে দুইটি জিনিষ আছে—শরীর আর রুহ্‌। উভয়ের বিমার আছে। রুহের বিমারের চিকিৎসা করিবে পীরসাহেবগণ। আর শরীরের মধ্যে যে রোগ হয় তাহা দুই প্রকারের চিকিৎসা করা হয়।

আল্লাহ্‌পাকের খাছ কালামের দ্বারা অথবা ঔষধের দ্বারা। যে কোন রোগ হউক না কেন, যদি কেহ আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র কালামের উপর ভক্তি রাখিয়া আমল করিতে পারেন, ইন্‌শাআল্লাহ্‌ ভাল হইয়া যায়। ভূত, প্রেতের আছর যাহা হয় তাহা কোন ঔষধে ভাল হয় না। যতবড় রোগ হউক না কেন, কামেল অলির খাছ দোয়া লইবেন। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ শাফা পাইবেন। নিশ্চয়ই জানিবেন আল্লাহ্‌পাকের হুকুম ছাড়া কোন বালাই আসিতে পারে না। মানুষকে আল্লাহ্‌পাক এত প্রকার বিমার, আজার, রোগ, ব্যাধি কেন দেন, ইহার আসল ভেদ মা'বুদই জানেন। তবে আল্লাহ্‌পাকের কালাম ও হাদিস শরীফের ইশারায় যাহা বুঝে আসে তাহা শুনুন, আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন :—

فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ حَرِيْقٌ ○

Ghulam Yaseen

আমার বান্দা হইতে একদল বান্দা হইবে যাহারা আমার হুকুম হইতে ভাগিয়া চলিতেছে, তাহাদিগকে আমি দুঃখের মধ্যে বিমার আজার এবং বে-ইজ্জতির সহিত রাখিব। আর আখেরাতের ভীষণ জ্বলন্ত দগ্ধ কঠোর আজাবে রাখিব। ইহাতে বুঝা যায় যে কতেক মানুষের বিমার আজার গুণাহের কারণেই হয়। আল্লাহ্‌পাক আবার ফরমাইয়াছেন :—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ০

আমি আমার বান্দাগণের উপর কিছুতেই বিমার, আজার, বালা, মছিবত দিয়া মেছমার করি না। যতক্ষণ তাহারা নিজেকে নিজে হালকা না করে। অর্থাৎ বান্দা আমারই কুদ্‌রাতি হাতের তৈয়ারী। এই বান্দাগণের উপর এত মায়া, মমতা যে, আপন পুত্রের উপর যতদূর মায়া রাখেন তাহার চেয়ে ৭০ গুণ মায়া আমার বান্দার উপরে বেশী। তবে যখন দেখি দেশ ব্যাপিয়া মানুষ আমাকে ভুলিয়া দুনিয়ার আমোদ প্রমোদে মাতিয়া যায় তখন আবার দেশ ব্যাপিয়া প্লেগ, চিচক ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগ দিয়া মেছমার করিয়া দেই। আর ব্যক্তিগত কেহ যদি আমার সাথে সেইরূপ নাফরমানী করে, তবে তাহার উপর বালা, মছিবত দিয়া থাকি। হুজুর (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ الْخَيْرَ يُعَجِّلُ اللّٰهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا ০ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ الشَّرَّ يُعَجِّلُ اللّٰهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الْعُقْبٰى ০

যখন কোন বান্দা এবাদত বন্দেগী করিয়া আল্লাহ্‌পাককে খুশী করিয়াছে। অতএব আল্লাহ্‌পাক তাহাকে বেহেশতে নিবার ইচ্ছা করিয়াছেন; সে ব্যক্তি দুনিয়াতে যে কোন পাপ করেন সাথে সাথেই দুনিয়াতে কোন বিমার-আজার বা অন্য কোন বালা-মছিবত দিয়া ঐ গুণাহকে পরিস্কার করিয়া রাখেন এবং কবরে যাওয়া মাত্র আর কোনই আজাব লাগিবে না। আরামই আরাম, যথা ফেরেস্তাগণ বলিবেন :—

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ ০

অর্থাৎ দুলহাইন যেইরূপ ভাবে ঘুমায় আপনিও তদ্রূপ ঘুমান। আর যে বান্দা আল্লাহ্‌পাকের সহিত নাফরমানি করিতে করিতে দোজখের লায়েক হইয়াছে ঐ বান্দাকে আল্লাহ্‌পাক ঢিল দিয়াছেন, দুনিয়াতে যতই পাপ করুক না কেন দুনিয়াতে তাহাকে ধরিবে না। মৃত্যু হইতেই তাহার আজাব শুরু হইয়া যাইবে। এই হাদিছ শরীফের মর্মে বুঝা গেল মো'মেনের বালা, মছিবত তাহার গুণাহ্ মাফের জন্যই। কতিপয় মো'মেনের উপর বিমার-আজার, বালা-মুছিবত কেন দেন, সে গুণাহের কাজ মাত্র করে না। একিন করিবেন গুণাহ করে না, গোলামের জন্য এইরূপ কথা হইতেই পারে না। তবে গুণাহ্‌র চেয়ে যতটুকু কষ্ট দিবেন তাহাতে মর্তবা বাড়াইয়া দিবেন। মো'মেন ব্যক্তি যদি একটু ধাক্কা খায়, তাহাতেও আল্লাহ্‌পাক নেকী বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। মো'মেনের পায়ে পায়ে নেকী আর বেঈমানের পায়ে পায়ে গুণাহ। হুজুর (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা যদি দোয়া কবুল করাইতে চাও তবে মো'মেন বিমারওয়ালা যেখানে পাও তাহার নিকট দোয়া চাও। হুজুর (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ্‌পাক ঐ সমস্ত লোকদিগকে এত বেশী সম্মান দিবেন। যাহারা দুনিয়াতে

Ghulam Yaseen

মো'মেন থাকিয়া বিমার-আজারের মধ্য দিয়া কাল কাটাইয়াছে। দুনিয়াতে যাহারা সুখ-শান্তিতে ছিল, তাহারা উহাদের সম্মান দেখিয়া আফছুছ করিয়া বলিবে, দুনিয়াতে আমাদেরও যদি ঐ প্রকার বিমার, আজার থাকিত তাহা হইলে আজ আমরাও ঐরূপ সম্মান পাইতাম।

হুজুর (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বিমার থেকে যখন লোক ভাল হয় তখন আল্লাহ্‌পাক তাহার সব গুনাহ মাফ করিয়া দেন। ইহার জন্য ঈমানদার হওয়া শর্ত। যাহা হউক বিমারের ফজিলত আছে বলিয়া তাহার তদ্‌বীর করা নিষেধ না। বরং নিয়ত করিবেন আল্লাহ্‌পাক যদি ভাল করেন তাহা হইলে এবাদত-বন্দেগী করিতে আমার সুযোগ হইবে। শক্তি না থাকিলে এবাদত করা যায় না। অতএব বলিবে ওহে মা'বুদ! আমার বিমার আজারকে দুর করিয়া দেন। আমি আপনার খাছ বান্দা হইয়া যাইব।

নিম্নলিখিত তাবিজ সমূহ লিখিয়া এজাজত দিয়া দিলাম। আপনারা পাক-পবিত্রতার সহিত তাবিজ লিখিবেন, গোলাপ জল, জাফ্‌রান দ্বারা তাবিজ লিখিবেন, তাহাতে তাছির ভাল হয়। অবস্থা হিসাবে ছদ্‌কা লইবেন নচেৎ উপকার হইবে না। বন্ধুগণ, আপনারাও খাছ নিয়তে বিমার হিসাবে ছদ্‌কা দিবেন। ঔষধ খরিদ করিয়া রোগীকে পান করাইয়া থাকেন তাহাতে শত শত টাকা খরচ করিতে পারেন। আর আল্লাহ্‌র নামের উপর ভরসা করিয়া কিছু ছদ্‌কা দিতে পারিবেন না তবে কিসের ভক্তি হইল। যে কোন বিমারের জন্য তাবিজ লইবেন, তাবিজটা সঙ্গে রাখিবার সময় মান্নত করিবেন—ওহে মাওলা, আমাকে যদি এই বিমার হইতে মুক্তি দান করেন তাহা হইলে চরমোনাই দাওয়া হাদিসের সাহায্যের জন্য যাহা আপনার প্রাণ থেকে ওঠে তাহা মান্নত করিবেন। আল্লাহ্‌পাক যদি সাফা বখশেষ করেন

তবে মাদ্রাসার ঠিকানায় মনি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। যদি আপনার প্রাণে চায় অন্য মাদ্রাসার জন্য মান্নত করিতে, তাহাও করিতে পারিবেন। বন্ধুগণ! কতেক বিমারের জন্য ক'য়েকটি তাবিজ বা দোয়া লিখিয়া দিলাম। খাছ নিয়তে আমল করিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ শাফা পাইবেন, যদি কোন প্রকার ভাল না হয় তাহা হইলে কাহারও দোষ দিবেন না। মনে করিবেন আল্লাহ্‌পাক এই উছিলায় আমার সব গুনাহ মাফ করিয়া কবরে শান্তি দান করিবেন।

মাথা ধরা, মাথা কাম্‌রি অথবা মাথা খারাপ হইয়া যায়।

প্রথম তদবীর—(ডান কপাটিতে ৭ বার)।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝

পড়িয়া ফুক দিবেন, আবার ৭ বার বাম কপাটিতে ঐ আয়াত পড়িয়া ফুক দিবেন।

মাথা ধরার দ্বিতীয় তদ্‌বীর।

শুধু কপালের উপর দুই কপাটি দুই হাতের বুড়িয়া অঙ্গুলি দ্বারা জোরে চাপিয়া ধরিবেন, আর এই আয়াতখানা বার বার পড়িয়া ফুক দিতে থাকিবেন। সেই আয়াত হইল এই—

هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

ঐ তৃতীয় তদ্‌বীর।

নিম্নলিখিত নক্‌সা লিখিয়া মাথায় বান্দিয়া রাখিবেন—

س	سد	ص	د	م	ح	م
لم	و	ى	ل	ع	الله	ل

Ghulam Yaseen

মাথা গরম বা মাথা ঘুরাইতে থাকে।

প্রথম তদ্‌বীর

هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمِ ٠

অজু করিয়া ডান হাতের তারায় কতটুকু পানি রাখিয়া উক্ত আয়াত ৭ বার দম দিয়া প্রত্যেক অজু করিবার সময় তালুতে দিবেন। ইহাতে যদি সুবিধা না বুঝেন, তবে নিম্নলিখিত নক্‌শাখানা স্ত্রী হইলে তালুর চুলের সঙ্গে মাদলিতে ভরিয়া বান্ধিয়া রাখিবেন।

ب	الله	ا
ک	ب	و
ر	ر	ک
الله	ی	ض
٤	لعن	تع

পুরুষ হইলে কপাটিতে বান্ধিয়া রাখিবেন।

স্মৃতি শক্তি কমিয়া যায়, যাহা পড়ে বা শুনে সব ভুলিয়া যায়।

প্রথম তদ্‌বীর

সূরায়ে ফাতেহা ৭ বার পড়িয়া পানিতে ফুক দিবেন। নদীর পানি বা বিলের পানি যাহা ভাল হয় ঐ পানি দিয়া মাথাকে ৭ বার

ধুইয়া দিবেন। প্রত্যেকবার বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া লইবেন, ইচ্ছা করিলে নিম্নের নক্‌শাখানা গলায় হামেশার জন্য বান্ধিয়া রাখিতে পারেন।

ع ع ع
م م م
ر ر الله
ض الله
ی الله تعالی
عنهم

দ্বিতীয় তদ্‌বীর

যখন পড়া শুরু করিবেন তখন এই আয়াত ৭ বার বিছমিল্লাহ্‌সহ পড়িবেন।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ٠

দেলের খেয়াল যখন ভাল থাকে তখন এই দোয়া ১০১ একশত একবার পড়িবেন। জুমার রাত্রে দুই রাকাত নামাজে হাজত পড়িবেন। (দুই রাকাত নামাজে হাজত নফল কেবলা তরফ হইয়া আদায় করিতেছি আল্লাহু আকবর।)

প্রত্যেক রাকাতে তিনবার করিয়া সূরা এখলাছ পড়িবেন। মোনাজাত অন্তে ১০ বার যে কোন দরূদ শরীফ ইয়াদ থাকে পড়িয়া মোনাজাত দিবেন।

Ghulam Yaseen

তৃতীয় তদ্‌বীর

পড়া যখন শুরু করিবেন তখন এই দোয়া ২১ বার পড়িয়া লইবেন।

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ ٠

নিম্নলিখিত নক্সা গলায় বা ডান ডেনায় বান্ধিয়া রাখিলে আল্লাহ্‌পাক মকছুদ পুরা করিবেন।

ك	ح	ل	ن	ا	ر	ق	ل	و	س	ى
م	ن	ع	الله	ض	ر	ر	م	ع	م	ى

জবান তোত্‌লা হইয়া যায় অথবা মুখ দিয়া কথা সরে না তাহার তদ্‌বীর।

প্রথম তদ্‌বীর

আলাম নাশ্‌রাহ সূরা ২১ বার বিছমিল্লাহ্‌সহ পড়িয়া এক তোলা চিনির উপর ফুক দিবেন। তিনবারে ঐ চিনিটুকু বিছমিল্লাহ্‌ পড়িয়া খাইয়া শেষ করিবেন। এই প্রকার ৭ দিন প্রাতেঃ একবার ও বৈকালে একবার খাইবেন।

ঐ দ্বিতীয় তদ্‌বীর

নিম্নলিখিত নক্সাখানা গলায় বাঁন্ধিয়া রাখিবেন। আল্লাহ্‌পাক শাফা বখশেষ করিবেন।

ر	ىس	و	ى	ر	ن	م	ى	ل	ح	ر	س	ب	ر
م	بستانى	ىن	ة	د	ق	لع	ل	ح	و	رى	ام	ى	ل
ب	ش	ق	ح	ل	و	ه	ى	ل	ق	ه	ق	ىف	و

গলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া যায় অথবা গলা বেদনা করে।

প্রথম তদ্‌বীর

সূরায়ে ইয়াছিন শরীফ পড়িতে থাকিবেন। পাক পবিত্র পানি একটি নূতন কলসীতে করিয়া রাখিবেন। যখন মুবিন [illegible] শব্দ আসিবে তখন ঐ পানিতে ফুক দিবেন! ৭ মুবিনে ৭ বার ফুক দিবেন, ঐ পানি ২১ দিন প্রাতেঃ ও বৈকালে পান করিবেন।

দ্বিতীয় তদ্‌বীর

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٠

এই দোয়া ৪১ বার পড়িবেন আর প্রত্যেক বার ফুক দিবেন।

তৃতীয় তদ্‌বীর

নিম্নলিখিত নক্সাটি গলায় বাঁধিয়া রাখিবেন।

هو الرحمن
هو الرحيم
هو الكريم
هو الستار
هو الغفور
هو الحق

Ghulam Yaseen

ছিনা বেদনা করে অথবা কথা বলিবার সময় ছিনার মধ্যে ধড়ফর করে কাঁপিতে থাকে।

প্রথম তদ্‌বীর

আলাম নাশরাহ সূরা একবার বিছমিল্লাহ সহ পড়িয়া ছিনার উপর ফুক দিবেন। যদি স্ত্রীলোক হয় তবে পানির উপর ফুক দিয়া পান করিবেন। ৭ বার পড়িয়া ৭ বার ফুক দিবেন। ঐ পানি একদিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে প্রত্যেক নামাজের বৈঠকে পান করিবেন।

ঐ ২য় তদ্‌বীর

নিম্নলিখিত নক্সাখানা গলায় বাঁধিয়া ছিনার উপর ঝুলাইয়া রাখিবেন।

ب	ص	د	م	ح	م
ى	ج	ر	د	ق	ل
الله	الله	ى	ن	ا	ل

পেটের মধ্যে বেদনা করে, বেদনার কারণে বেহুশ, বেকারার হইয়া যায়। অথবা বদহজম হইয়া পেটের মধ্যে বুট বুট করে।

প্রথম তদ্‌বীর

বেদনার বিমার থাকিলে সূরায়ে আর্‌রহমান শরীফ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত চিনামাটির বর্তনে গোলাপ পানি ও জাফরান দ্বারা লিখিয়া প্রত্যেক প্রাতেঃ ও বৈকালে উক্ত বর্তনে পানি দিয়া ধুইয়া পান করাইবেন। ঐ সূরাকে ১৪টি ভাগ করিয়া সেই পরিমাণ

বরতনে লিখিবেন। যাহাতে ১৪ খানা বরতনে শেষ হয়। আর নিম্নলিখিত নক্সাখানা গলায় বা বাম ডানায় বাঁধিয়া রাখিবেন। বাম ডানায় বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হয়। কারণ প্রত্যহ অজুর পর ডান হস্তের তারার উপর পানি লইয়া ঐ তাবিজকে ধুইয়া পান করিবেন। তাবিজে রূপার মাহুলী দিবেন।

ل	ت	ك	ك	ل	ز	م	ل	ا
ل	د	ھ	ه	ى	ف	ب	ى	ر
ى	ن	ى	ل	ن	ى	ق	ث	م
ب	ى	غ	ب	ن	و	ن	م	د

সন্তান হয় না, ঋতু ঠিকমত হয় না, ঋতুর সময় তলপেটে বেদনা করে, কোন কোন স্ত্রীলোকের তলপেটে চাকাও হইয়া থাকে তাহার তদ্‌বীর।

প্রথম তদ্‌বীর

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا
ثُمَّ أَنَابَ ٥

এই আয়াতখানা বরতনে লিখিয়া বিছমিল্লার 'বে' ب হইতে অংগুলি লাগাইয়া মুছিয়া পানি পান করিবেন। এই প্রকার ৭ খানা অথবা ২১ খানা অথবা ৪১ খানা প্রত্যহ ফজরের বাদ পান করিবেন।

Ghulam Yaseen

ঐ ২য় তদ্‌বীর

নিম্নলিখিত নক্সাখানা বাম ডানায় বাঁধিয়া রাখিবেন। সময় সময় অজুর বাদে ডান হাতের তারায় পানি রাখিয়া ঐ তাবিজকে ধুইয়া পান করিবেন। নিম্নলিখিত তিনটি নক্সা একটি কাগজে উঠাইবেন, একটি তাবিজ হইবে।

٧٨ ٩ عمد	حى س حدلق ر ءانلمحسى	٢٨٧م حمد ابوبىر

কতেক স্ত্রীলোকগণের সন্তান হয় কিন্তু বাঁচে না অথবা কাঁচা যায়। তাহার প্রথম তদ্‌বীর।

নূতন একটি কলসীতে করিয়া ভাটার পানি আনিবেন। ঐ কলসটি পাক-ছাফ স্থানে রাখিবেন, কোরআন শরীফ সামনে নিয়া সুরা ইয়াছিন শরীফ পড়িবেন। যখন مبين শব্দ আসিবে ঐ শব্দের উপর দেলের খেয়াল চাপিয়া ঐ শব্দ পাঠ মাত্র ঐ পানিতে ফুক দিবেন। আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিবেন। আবার যখন দ্বিতীয় মুবিন পর্যন্ত যাইবেন, তখন ঐ শব্দের উপর নজর রাখিয়া আবার ঐ পানির উপর দম করিবেন, এই প্রকার প্রথম হইতে পড়িতে শুরু করিবেন। আবার তৃতীয় মুবিন পর্যন্ত যাইয়া ঐ প্রকার খেয়াল করিয়া ফুক দিবেন। প্রত্যেকবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া এক মুবিন পড়িবেন। ফুক দিয়া আবার প্রথম হইতে শুরু করিয়া ২ মুবিন পর্যন্ত আসিয়া আবার ফুক দিবেন। এইরূপভাবে ৭ মুবিনে ৭টি দম দিয়া ঐ পানির কলসীটি ঘাটে নিয়া আধা পানি রাখিবেন এবং ঐ পানি ৪১ দিন প্রাতেঃ ফজরের বাদ ও মাগরেবের পরে পান করিবেন। আর আধা পানি বিকি

সাহেবকে হাটু পর্যন্ত পানিতে নামাইয়া তিনবার করিয়া শরীরকে ধৌত করাইবেন। পড়নের কাপড়খানা অতিশয় পাক হওয়া চাই। ঐ পানির মধ্যে রাখিয়া সংগে সংগে নিম্নলিখিত নক্সাটি মাধুলিতে ভরিয়া মুখ আটকাইয়া সংগে দিয়া পানি হইতে উঠাইবেন। তাবিজটি বাম ডানার রাখিবেন। অজুর পরে তাবিজটি ধুইয়া পানি পান করিবেন। নিয়ত করিবেন ওহে মাওলা তুমি দয়া করিয়া আমার সন্তানটির হায়াত দারাজ করিয়া দাও। এই সন্তনকে তোমার পাক কালাম শরীফ পড়াইব, আর মাদ্রাসার জন্য কিছু দান করিবেন এই নিয়ত রাখিবেন। উক্ত নক্সাটি এই—

	د	ق	ل	و	
	س	ن	ث	ف	
ا	و	ن	م	ى	ل
ك	ع	ن	ى	ق	ل
س	ح	۵	ى	س	و
	نا ب	ما	ث	ر	

জেন, দৈত্য, ভূত-প্রেত ইত্যাদির উপদ্রব ও আছর হইতে নিরাপদে থাকার তদ্‌বীর

প্রথম তদ্‌বীর

প্রথমে নিম্নলিখিত তাবিজটি জেন বা দৈত্যগ্রস্থ রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবেন।

اعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة
وعين لامة تحصنت بحصن الف الف لا حول ولا قوة
الا بالله العلى العظيم ٥

Ghulam Yaseen

ঐ দ্বিতীয় তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত তাবিজটি ডান হাতে বাঁধিয়া দিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم o

غفـو ر رحيـم	ان الله	استغفـر الله
إنـه السميع	الى	قـل أوحى
لايحب الله الجهر	من الجن	نـفـر

ঐ তৃতীয় তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত তাবিজটি গলায় বাঁধিয়া দিবেন, যেন বুকের বরাবর থাকে।

لا الـه الا الله خالصا مخلصا o لا الـه الا الله صادقـا مصدقا o لا الـه الا الله حقا حقا o لا اله الا الله ابدا ابدا o لا اله الا الله محمد رسول الله و صلى الله على خيـر خلقه و اله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين o

ঐ চতুর্থ তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত তাবিজ গলায় বাঁধিবেন।

و اذا قرات القران جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم اكنـة ان يفقهوه و فى اذانهم وقرا و اذا ذكرت ربك فى القران وحده ولو على ادبارهم نـفورا o

ঐ পঞ্চম তদ্‌বীর

বিছমিল্লাহ্‌ সহ স্থূরায়ে 'কাফেরুন' ও বিছমিল্লাহ্‌ সহ স্থূরায়ে 'কুলহু আল্লাহু' বিছমিল্লাহ সহ স্থূরায়ে 'কুল আউজু বেরাব্বেল ফালাক' এবং বিছমিল্লাহ্‌ সহ প্রথম দফার এক নং দোয়া পড়িয়া কালট সূতা পড়িয়া গলায় বাঁধিবেন। আর এই তিনটি তাবিজও বাম ডানায় বাঁধিবেন।

٧٨٦

٧٨٢٢	٧٨١٨	٧٨٢٤
٧٨٢٣	٧٨٢١	٧٨١٩
٧٨١٨	٧٨٢٥	٨٧٢٠

٧٨٦

٦	٧	٢
١	٥	٩
٧	٣	٤

لا اله الا الله محمد رسول الله

الهى بحرمة حضرت على (رض) حضرت عمر (رض)

حضرت ابو بكر (رض) حضرت عثمان (رض) o

ঐ ষষ্ঠ তদ্‌বীর

এক দমে ৭ বার স্থূরায়ে নাছ ও দ্বিতীয় দমে ৭ বার স্থূরায়ে ফালাক পড়িয়া সাদা কাগজের উপর ফুক দিয়া উক্ত কাগজ সলিতার ন্যায় বানাইয়া আগুনে জ্বালাইয়া জ্বীনগ্রস্থ রোগীর নাকে ধোয়া দিবে, ইহাতে রোগী অস্থির হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বেন দুরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপভাবে ধোয়া দিতে থাকিবেন।

Ghulam Yaseen

ঐ সপ্তম তদ্‌বীর

اللاه এই হরফগুলি জ্বেনগ্রস্থ রুগীর হাতে বৃদ্ধ অঙ্গুলীর উপর লিখিবেন। (ইহাতে জ্বীন, ভূত, রোগীর সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে) এবং একখানা সাদা কাগজে উক্ত পাঁচটি হরফ লিখিয়া সলিতার ন্যায় বানাইয়া আগুনে জ্বালাইয়া রোগী নাকে ধোয়া দিলে জ্বীন জ্বলিয়া যাইবে।

ঐ অষ্টম তদ্‌বীর

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ

اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ০

দেড় হাত পরিমাণ ডালিমের শাখার উপর ২১ বার পড়িয়া ফুক দিবেন। এবং উক্ত ডালা দ্বারা রোগীর ছায়ার উপর ভালরূপে প্রহার করিবেন। ইহাতে (ইন্‌শাল্লাহ্‌) জ্বীন, ভূত পলায়ন করিবে।

ঐ নবম তদ্‌বীর

সরিষার তৈলের উপর বিছমিল্লাহ সহ ৭ বার চেহেল কাফ পড়িয়া সরিষার তৈলের উপর ফুক দিয়া জ্বীনগ্রস্থ রোগীর দুই কর্ণে ঢালিয়া দিয়া সজোরে অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণদ্বয় চাপিয়া ধরিবে। রোগী ছটফট করিলেও জ্বীন দুরীভূত না হওয়া পর্যন্ত অঙ্গুলি উঠাইবে না তৎপর রোগী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তৈল প্রত্যহ একবার উভয় কানে ঢালিয়া দিয়া ২।১ ঘণ্টা চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। এবং উক্ত তৈল প্রত্যহ নাভীর উপরি ভাগে গায়, মাথায় ভালরূপে মালিশ করিবে। এই রূপভাবে ৪০ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিলে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

চেহেলকাফ নিম্নে লেখা হইল ঃ—

كَفَاكَ رَبُّكَ يَا جَنْنَائِيْلُ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً

يَا نُوْلَائِيْلُ كَفْكَافُهَا كَلْمِيْنَ يَا جِبْرَائِيْلُ كَانَ مِنْ

كَلَلَكَا يَا كَنْكَائِيْلُ تُكِرُّ كَرِّيَا مِيْكَائِيْلُ كَكَرِّ الْكُرِّ

يَا نَعْمَائِيْلُ فِىْ كَبَدٍ تَحْكِىْ مُشْكَشَكَ يَا سَرْكَائِيْلُ

كَذَالِكَ يَا هَمَرَائِيْلُ كَفَاكَ مَا بِنْ كَفَاكَ الْكَافَ كَرْبَتَهُ

يَا عَزْرَائِيْلُ كَوْكَبًا كَانَ تَحْكِىْ يَا دَرْدَائِيْلُ كَوْكَبِ الْفَلَكَ

يَا مِيْكَائِيْلُ ০

ঐ ১০ নং তদ্‌বীর

তামার পাত্রে সরিষার তৈল ঢালিয়া উহার উপর ১৪ বার আয়াতে কুতুব পড়িয়া প্রত্যেক বারে ফুক দিবে এবং একজন লোক প্রত্যহ একই সময় জীনগ্রস্থ রোগীর সমস্ত শরীরে মালিশ করিবে। উক্ত তৈলে কখনও হাত ডুবাইয়া দিবে না এবং মাটিতে রাখিবে না। এইরূপ ১৪ দিন করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ জ্বেন দফা হইয়া যাইবে।

আয়াতে কুতুব কোরআন মজিদের মধ্যে সুরায়ে আল ইমরানের ১৬ রুকুতে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ হইতে ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الصُّدُوْرِ পর্যন্ত।

ঐ ১১নং তদবীর

ডালিমের শাখার উপর নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিয়া জ্বেনগ্রস্থ রোগীকে আস্তে প্রহার করিলেই জ্বেন, ভূত দূরীভূত হইবে ইন্‌শাআল্লাহ তায়ালা।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝

ঐ ১২নং তদবীর

বিছমিল্লাহ সহ আয়াতুল কুরছি ৭ বার ও يَا قَهَّارُ ১০১ বার পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া জ্বেনগ্রস্থকে পান করাইবে।

ঐ ১৩নং তদবীর

জ্বেনগ্রস্ত রোগীর কর্ণে ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিবে।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

ঐ ১৪নং তদবীর

জ্বেনগ্রস্ত অচেতন রোগীর উভয় কর্ণে একত্রে দুইজন মাহরুম লোকে ৭/৭ বার করিয়া আজান দিলে রোগীর চেতন হয়। ইন্‌শাআল্লাহতায়ালা।

ঐ ১৫নং তদবীর

জ্বেনগ্রস্ত রোগীর কর্ণে মাহরুম ব্যক্তি ৭ বার আজান, সুরায়ে ফাতেহা, সুরায়ে ফালাক, সুরায়ে নাছ, আয়াতুল কুরছি, সুরায়ে হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সুরায়ে তারেক ও সুরায়ে ছাফফাত সম্পূর্ণ একবার পড়িয়া ফুক দিলে জেন, ভূত শয়তান জ্বলিয়া যায়। সাবধান! শরীয়তের খেলাফ পর স্ত্রীর কাছে গিয়া বে-পর্দা হইয়া তদবীর করিলে হাছিল হইবে না এবং উভয় শক্ত গুনহ্‌গার হইবে।

ঐ ১৬নং তদবীর

বিছমিল্লাহ্ সহ সুরা এখলাছ এক সংগে ৩ বার সুরা নাছ, সুরা ফালাক ও সুরা ফাতেহা এক একবার এক সঙ্গে এবং আয়াতুল কুরছি ও সুরা মুমেনের শেষ কয়েক আয়াত اَفَحَسِبْتُمْ হইতে শেষ পর্যন্ত এক একবার পড়িয়া জ্বেনগ্রস্ত অচেতন রোগীর কর্ণে ফুক দিলে রোগীর চেতনা হয়। পানিতে ফুক দিয়া রোগীর চেহারাতে ছিটা দিবে এবং পান করাইয়া দিবে। সরিষার তৈলে ফুক দিয়া দুই কর্ণে ঢালিয়া দিয়া চাপিয়া রাখিবে। আর সমস্ত শরীরে মালিশ করিবে। ইহাতে আছর দূর হইবে।

ঐ ১৭নং তদবীর

সুরায়ে ফাতেহা, আয়াতুল কুরছি ও সুরা জ্বনের প্রথম ৫ আয়াত شَطَطًا পর্যন্ত পড়িয়া পাক পানির উপর ফুক দিয়া জ্বেন, দৈত্যগ্রস্ত অচেতন রোগীর চেহারাতে ছিটাইয়া দিলে (ইনশাল্লাহ) রোগী সচেতন হইবে।

Ghulam Yaseen

ঐ ১৮নং তদ্‌বীর

জেনগ্রস্ত অচেতন রোগীর কর্ণে ও শরীরে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িয়া ফুক দিলে সে চেতনা লাভ করিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم ۝ الم ص طه طسم

كهيعص يس ۝ والقرآن الحكيم حم عسق ۝

ق ۝ ن ۝ والقلم وما يسطرون ۝

ঐ ১৯নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত তাবিজ জ্বেনগ্রস্ত রোগীর হাতে বাঁধিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم ۝

الله ١٥		الله ٥	هوا	
الصمد ١٣	الله ١٧	احد ٧	الله ٤	هو ٨
لم يلد ١٥	الصمد ١٢	الله ٢	احد ٦	الله ٣
ولم يولد ١٥	لم يلد ٣٦	الصمد٢٣	الله ١٩	احد ٢٧
ولم يكن له ١٣	ولم يولد ٢٨	لم يلد ٢٠	الصمد٢٢	الله ٢٦
كفوا احد٣٣	ولم يكن له ٣٠	ولم يولد٢٥	لم يلد	الصمد ٢١

ঐ ২০নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোয়া লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া প্রথম রাত্রিতে জেন, ভূতগ্রস্ত রোগীর বালিশের নীচে রাখিয়া দিবে। প্রভাতে চেতনা হইলে কোন বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিবে। দ্বিতীয় রাত্রে

উহা বালিশের নীচে রাখিয়া ভোরে বাক্স বন্ধ করিয়া রাখিবে। তৃতীয় রাত্রে বালিশের নীচে রাখিয়া প্রভাতে রোগী ঐ মাদুলীটি গলায় দিবে। আরও একখানা কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া ঘরের মধ্যে লটকাইয়া রাখিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ

رَسُوْلِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى مَنْ طَرَقَ الدَّارِ مِنَ الْعُمَّارِ

وَالزُّوَّارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا

وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ سَعَةً فَاِنْ تَكُ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا

اَوْ دَامِيًا مُبْطِلًا فَهٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ

بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَرُسُلُنَا

لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ مَا يَمْكُرُوْنَ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ

هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ

مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا

وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ حم لَا يُنْصَرُوْنَ

Ghulam Yaseen

حمعسق تغلبون حم والكتاب المبين تفرق

اعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة الا بالله

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ۝

এই তাবিজের জাকাত আদায় করিলে পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। জাকাতের নিয়ম এই যে, শেষ রাত্রে গোছল করিয়া ১১ রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িয়া এক হাজার বার নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পড়িবে।

اللهم صل على محمد نبى المبعوث الى الانس

والجن والاسود والاحمر والاصغر والاكبر صاحب الكوثر

وبارك وسلم ۝

তৎপরে ১৩১ বার উক্ত দোয়া পড়িয়া সাদা কাগজে গোলাপ জাফরানের কালি দ্বারা উহা লিখিয়া উল্লেখিত নিয়মে গলায় ধারণ করিবে, রোগীকে দেখাইবে কিংবা গৃহের মধ্যে লটকাইয়া রাখিবে ইহাতে সেই বাড়ী হইতে এবং উহার প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জ্বেন, দৈত্য ভুত-প্রেত পলায়ন করিবে। ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে।

ঐ ২১নং তদবীর

জ্বেনগ্রস্ত কিংবা অন্য কোন পীড়িত ব্যক্তির উপর ৫০ কিংবা ১৭০ অথবা ১১৩ বার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া ফুক দিবে। এইরূপ ৩ কিংবা ৭ দিবস করিলে খোদার মর্জি রোগী ভাল হইবে।

ঐ ২২নং তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি পড়িয়া জেনগ্রস্ত রোগীর উপর ফুক দিবে এবং পানিতে ফুক দিয়া তাহাকে খাওয়াইবে।

اذقال يوسف لابيه يا ابت انى رايت احد عشر

كوكبا والشمس والقمر رايتهم لى سجدين يمعشر

الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار

السموت والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ۝

ঐ ২৩নং তদবীর

সাদা চীনা মাটির বরতনে الله শব্দটি যতবার ধরে ততবার লিখিয়া জ্বেনগ্রস্ত (ও অন্য) রোগীকে খাওয়াইবে।

ঐ ২৪নং তদবীর

নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া জেনগ্রস্ত ও পীড়িতের গলায় কিংবা হাতে ধারণ করিয়া অজু ও গোছল করার সময় ধুইয়া পানি পান করিবে।

Ghulam Yaseen

٧٨٦		
٢٠٢١٢	٢٠٢٠٨	٢٠٢١٤
٢٠٢١٣	٢٠٢١١	٢٠٢٠٩
٢٠٢٠٨	٢٠٢ ١٥	٢٠٢١٠

٧٨٦		
١٥٤٣	١٥٣٠	١٥٤٥
١٥٤٤	١٥٤٢	١٥٤٠
١٥٦٩	١٥٤٦٠	١٥٤٠

ঐ ২৫ ও ২৬নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত তাবিজটি ও উপরের তাবিজ দুলটি একত্রে হাতে দিবে।

ঐ ২৭নং তদ্‌বীর

৪০ বার চেহেলকাফ্ ও ৭৯ কিম্বা ১১ বার সূরা জ্বেনের فزادوهم رهقا পর্যন্ত পড়িয়া সরিষার তৈলে ফুক দিয়া রোগীর কর্ণে ঢালিয়া দিলে জ্বেন দৈত্য পলায়ন করিবে।

ঐ ২৮নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোয়া সাদা কাগজে লিখিয়া জ্বীনগ্রস্থ রোগীকে দেখাইলে জ্বীন, দৈত্য পলায়ন করিবে।

بسم الله الرحمن الرحیم ० الحمد لله رب العالمین
والصلوة والسلام علی رسولہ و الہ واصحابہ اجمعین ०
اما بعد ० حمد و نعت کے بعد فقیر محمد ابوبکر کے
طرف سے اگر مسلمان ہو تو بعد السلام علیکم کے اور
نہیں تو یوں ہی معلوم کرلے کہ جناب حضرت سیعد
احمدے کو امام زمانہ کا برحق اور اس فقیر ان کے
تابعداروں میں سے ہے اگر سچ جانتے ہو تو اس رقعہ
کو دیکھتے ہی رخصت ہوجاؤ زیادہ و السلام علی
من اتبع الهدی ० یا ایها الجان علیکم عہد داؤد و
سلیمان علیهما السلام ०

ঐ ২৯নং তদ্‌বীর

সম্পূর্ণ সূরা জ্বীন; খাছমায় হোছনা (আল্লাহ্‌তায়ালার ৯৯ নাম) ও হেরজে আবুদাজানা লিখিয়া রোগীর হাতে বা গলায় দিলে আল্লার ফজলে আর জ্বেন দৈত্য আছর করিতে পারিবে না।

ঐ ৩০নং তদ্‌বীর

১৩ নম্বরের আয়াত লিখিয়া জ্বেনগ্রস্থ রোগীর সম্মুখে ধরিলে জ্বেন পলায়ন করিবে। ইন্‌শাল্লাহ্।

ঐ ৩১নং তদ্‌বীর

চেহেলকাফ (বেলা মোয়াকাল)

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيكَ وَاكِفَةً كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنَ
كَانَ مِنْ كُنْكِ تَكِرُّ كَرًّ كَكَرِّ الْكَرِّ فِىْ كَبْدٍ تَشْكِىْ
مُشْكَشْكَةً كَلُكْلُكَ كَلَكِ كَفَاكَ مَا بِىْ كَفَاكَ الْكَافُ
كُرْبَتَهُ يَا كَوْكَبًا كَانَ يَحْكِىْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ ٥

ঐ ৩২নং তদ্‌বীর

বালকদের জ্বেন, ভূত বদ নজর ও ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথম নম্বরের তাবিজ বালকদের গলায় ব্যবহার করিতে হইবে।

ঐ ৩৩নং তদ্‌বীর

সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুর্ছি, সূরা ছাফ্যাতের প্রথম ১০ আয়াত সূরা জ্বেনের প্রথম ৫ আয়াত তিন তিনবার।

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ৪০ বার। ৮ নম্বরে লিখিত আয়াত ২৫ বার। ১৩ নম্বরে লিখিত আয়াত ৭ বার পড়িয়া সরিষার তৈলে ও পানিতে ফুক দিয়া তৈল রোগীর শরীরে মালিশ করিবে ও তাহার উভয় কানে ভরিয়া দিয়া অঙ্গুলী দিয়া কান সজোরে ২।৩ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় ধরিয়া রাখিবে এবং পানি পান করাইবে। কমপক্ষে এইরূপ ৪০ দিন ব্যবহার করিতে থাকিলে জ্বেন শয়তান সব জ্বলিয়া যাইবে।

ঐ ৩৪নং তদ্‌বীর

১১ বার ১০ নম্বরে লিখিত আয়াতে কুত্বা ও ৭ বার চেহেলকাফ পড়িয়া সরিষার তৈলে ফুক দিয়া কিছু বেশীদিন ঐরূপ ব্যবহার করিলে জ্বেনের আছর দূরীভূত হইয়া যাইবে।

ঐ ৩৫নং তদ্‌বীর

একা পাহাড়, ময়দান বা কোন স্থানে রাত্রিকালে জ্বেন ভূত কর্তৃক কোনরূপ ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করিলে আজান দিবে, উচ্চস্বরে আয়াতুল কুর্ছি ও لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم পড়িলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ উক্ত ভয় দূরীভূত হইবে।

১২। জ্বেন সংক্রান্ত তদ্‌বীরকারীর জরুরী আমল।

তদ্‌বীরকারী নিম্নলিখিত তদ্‌বীর দ্বারা নিজের শরীর বন্ধ করিতে থাকিবে এবং স্ত্রী পরিজনের শরীর ও বাড়ী বন্ধ করিয়া লইবে। নচেৎ আমলকারীর ও তাহার পরিজন জ্বেন কর্তৃক বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রথম আমল

আমলকারী ফজর ও মাগরীবের সময় আয়াতুল কুর্ছি ও চারিকুল তিন তিনবার পড়িয়া নিজ শরীরে ফুক দিবে।

দ্বিতীয় আমল

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥

প্রত্যহ ফজর ও মাগরীবের সময় তিন তিনবার এই দোয়া পড়িবে। সাবধান! কখনও ইহা পড়িতে ভুল করিবে না।

Ghulam Yaseen

তৃতীয় আমল

চারিটি লৌহের পেরেক লইয়া উহার উপর ২৫ বার সূরা এখ্‌লাছ ও ২৫ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া (নূতন) মাটির (পাত্রে) ঘটে পুরিয়া বাড়ীর চারিকোণে পুতিয়া দিবে। গাড়িবার সময় চারি ব্যক্তির একসঙ্গে আজান দিতে হইবে। এবং আজানের সঙ্গে সঙ্গে চারিজন লোকে উহা পুতিয়া শেষ করিবে।

প্রকাশ থাকে যে আয়াতটি প্রথম দফার ৮ নম্বরে লিখিত আছে।

চতুর্থ আমল

উক্ত তিন নম্বর আমলের সময় নিম্নোক্ত নক্সার একখানা নক্সাও প্রত্যেকটি ঘটের মধ্যে দিবে।

بحق إسرافيل عم

٣	٧	٢
٨	٤	١٥
٦	٨	١

بحق جبرائيل عم

بحق ميكائيل عم

بحق عزرائيل عم

পঞ্চম আমল

পরিজনের প্রত্যেককে হেফাজতের তাবিজ ব্যবহার করিতে হইবে।

হেফাজতের তাবিজ এই

الم المص الر المر كهيعص طه طسم طس ص حم
حمعسق ق ن ٥

ঘর ও বাড়ীর সীমানা বন্ধ করার তদ্‌বীর।

১নং তদ্‌বীর

যে স্থানে জ্বেন-ভূতের যাতায়াত মালুম হয়, তবে প্রথম দফার ১৭ নম্বরের লিখিত আয়াত দ্বারা পানি পড়িয়া সেই স্থানের চারিদিকে ছিটাইয়া দিবে।

২নং তদ্‌বীর

যে স্থানে জ্বেন দৈত্যের উপদ্রব ও ঢিল নিক্ষেপ করে বুঝা যায়, সে স্থানে দ্বিতীয় দফার ৩ নম্বরের লিখিত তদবীর করিবে।

৩নং তদ্‌বীর

যে গৃহে জ্বেনের যাতায়াত বুঝা যায়, উক্ত গৃহের দেওয়ালে আছহাবে কাহাফের নাম লিখিয়া লটকাইয়া দিবে।

الٰهى بحرمت يمليخا ٥ مكسلمينا ٥ كشفوطط ٥
اذرفطيونس ٥ كشافطيونس ٥ تبيونس يوانس بوس ٥
وكلبهم قطمير وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ٥

৪নং তদ্‌বীর

যে গৃহের দরজায় নিম্নোক্ত তাবিজ লটকাইয়া দিবে সেই ঘরে জ্বেন, দৈত্য প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং জ্বেনগ্রস্থ লোকের গলায় এই তাবিজটি দিলে জ্বেন পলায়ন করিবে।

Ghulam Yaseen

بسم الله الرحمن الرحيم ٥
لا الـٰه الا الله محمد رسول الله

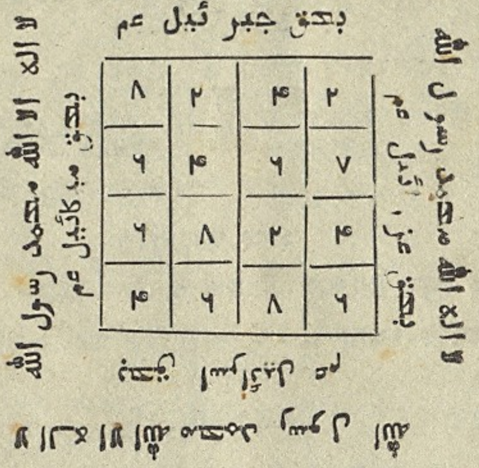

٨	٢	۴	٢
۶	۴	۶	٧
۶	٨	٢	۴
۴	۶	٨	۶

৫নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত মোহরে নবুয়তের নক্সাটি গৃহের দ্বারে লটকাইলে জ্বেন তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

মোহ্‌রে নবুয়তের নক্সা

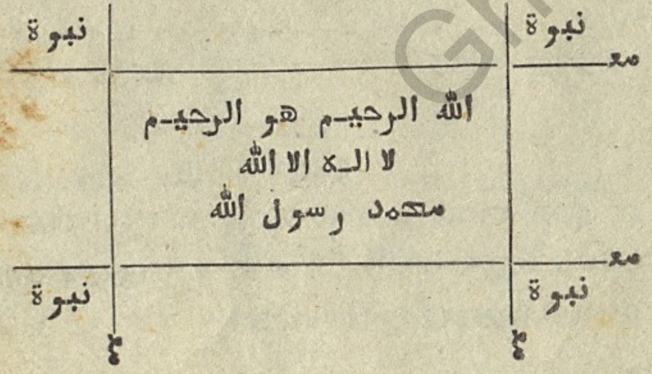

৬নং তদ্‌বীর

৮টি ঘট লইয়া ২য় দফার ৩।৪ নম্বরের লিখিত তদ্‌বীর দ্বারা বাড়ীর চারি সীমানা ও গৃহের চারি কোণে পুতিয়া বাড়ী ঘর বন্ধ করিবে।

৭নং তদ্‌বীর

একাধিক গৃহ থাকিলে ৫টি ঘট লইয়া উহার চারিটি বাড়ীর চারি কোণে এবং একটি মধ্যস্থলে পুতিবে। স্মরণ রাখিবেন যে, ঘট পুতিবার সময় আজান দিতে হইবে।

৮নং তদ্‌বীর

ছুরায়ে ফাতেহা, আয়াতুল কুরছি ও ছুরা জ্বেনের প্রথম ৫ আয়াত 'শাতাতা' شططا পর্যন্ত পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া বাড়ীর চারিদিকে ছিটাইয়া দিবে। খোদার ফজলে উক্ত বাড়ীতে জ্বেন আর আসিবে না।

৯নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোয়া কাগজে লিখিয়া ঘরের চারি কোণে লটকাইয়া দিবে। ইহাতে জ্বেন ও ভূতের আছর দুরীভূত হইবে। ইহা বহুবার পরীক্ষা করা হইয়াছে।

يمعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من
اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطن فبای الاء
ربكما تكذبان ٥ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس
فلا تنتصران ٥ فبای الاء ربكما تكذبان ٥ الهی بحرمت
يمليخا ٥ مكسلمينا ٥ كشفوطط ٥ اذر فطيونس ٥
تبيونس ٥ يوانس ٥ بوس ٥ قطمير ٥ انه من سليمان
وانه بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تعلوا على واتونی
مسلمين ٥ بحق سليمان بن داؤد عليهما السلام وبحق
آصف بن برخياء ٥

১০নং তদ্‌বীর

বাড়ী হইতে সকল প্রকার জ্বেন ভূতের আছর দূর করিবার জন্য এই বন্ধটি বহু পরীক্ষিত। প্রথম লোহার ৪টি বড় পেরেক লইয়া প্রত্যেকটিতে সূরা মোজাম্মেল তিনবার ও চেহেলকাফ্ তিনবার পড়িয়া দম করিবে। তৎপর বাড়ীর এক কোণে দাঁড়াইয়া ছুরা মোজাম্মেল তিনবার ও চেহেলকাফ্ তিনবার পড়িবে। অতঃপর একজনে আজান দিবে, অপর একজনে একটি পেরেক সেই কোণে পুতিয়া দিবে।

তৎপরে খুব জোরে আওয়াজ করিয়া سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر বলিতে বলিতে দ্বিতীয় কোণে গিয়া প্রথম কোণের ন্যায় তদ্‌বীর করিবে। এইরূপ দোয়া পড়িতে পড়িতে শেষ দুই কোণ গিয়াও ঐরূপ তদ্‌বীর করিবে। ইহাতে খোদা চাহেত ঐ বাড়ীর সকল প্রকার বালা ও আছর দূর হইবে।

নিদ্রিত অবস্থায় যাবতীয় ভয় ও উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়

১নং তদবীর

শয়নকালে নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার পড়িবে আর যে পড়িতে না পারে, দোয়াটি লিখিয়া তাবিজ করিয়া তাঁহার গলায় বাঁধিয়া দিবে।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۰

২নং তদ্‌বীর

বিছানায় শুইয়া আয়াতুল কুর্ছি, ছুরায়ে ফাতেহা, ছুরায়ে এখলাছ, ছুরায়ে ফালাক, ছুরায়ে নাছ প্রত্যেকটি তিনবার পড়িয়া হাতে ফুক দিয়া সমস্ত শরীরে মোছেহ করিবে।

৩নং তদ্‌বীর

প্রথম দফার ১ নম্বরের তাবিজ লিখিয়া বালক-বালিকাদের গলায় বাঁধিবে।

৪নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া সংগে রাখিলে স্বপ্নদোষ, বিছানায় প্রস্রাব ও রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় গোঙ্গার ন্যায় রোদন করা ইত্যাদি ও গর্ভবতীর গর্ভ নষ্ট হওয়াও খোদার ফজলে নিবারণ হয়, ইহা বাম উরুতে বাঁধিলে শীঘ্র সন্তান হইয়া থাকে। পরীক্ষিত এই তাবিজ ভোজ পাতায় কিম্বা শুষ্ক সফেদ পাতায় লিখিবে।

৪	৯	২
৩	৫	৭
৮	১	৬

৫নং তদ্‌বীর

রাত্রে শুইবার সময় বিনা কালিতে অঙ্গুলী দ্বারা বুকের উপর الهى بحرمت عمر এই বাক্যটি লিখিয়া শুইয়া থাকিলে স্বপ্নদোষ বা অন্য কোন প্রকারের কু-স্বপ্ন দেখা নিবারণ হয়, যতবার লাগিবে ততবার লিখিবে।

৬নং তদ্‌বীর

يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد
يا محمد - يا على يا على يا على يا على يا على
يا على يا على يا محمد يا على بسم الله الرحمن
الرحيم ٥ من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله
ولي ولا نصيرا ٥

Ghulam Yaseen

৭নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত তাবিজ পুরুষের ডান হাতে এবং স্ত্রীলোকের বাম হাতে বাঁধিলে স্বপ্নদোষ, স্বপ্নে ভয় পাওয়া ইত্যাদি রোগ দূর হইয়া থাকে।

ابليس	هامان	شيطان	فرعون
شيطان	فرعون	ابليس	هامان
فرعون	شيطان	هامان	ابليس
هامان	ابليس	فرعون	شيطان

সমস্ত প্রকার পীড়ার উপশমের তদ্‌বীর।

১নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোয়া ও ছুরায়ে ফাতেহা সাদা চিনার বাসনে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া চল্লিশ দিন খাওয়াইলে কঠিন দুরারোগ্য রোগব্যাধি আল্লাহ পাকের রহমতে উপশম হইবে।

يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه و بقائه يا حي ٥

২নং তদ্‌বীর

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়িয়া দোয়া করিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

৩নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোয়া মেস্ক জাফরান দ্বারা চিনার সাদা বর্তনে লিখিয়া সাতদিন পান করাইলে যে রোগ নানা, তদ্‌বীরে উপশম না হইয়া থাকে তাহা আল্লাহর ফজলে শাফা হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ يا رحيم كل صريخ و مكروب غيثه و معاذه ٥

৪নং তদ্‌বীর

একটি খাসী বা বকরী নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া জবেহ করিয়া ৬০ জন গরীবকে নিম্নলিখিত রূপ ভাগ দিবে, মাথাটি একজনকে, চামড়াটি একজনকে, নাড়িভুড়িটি একজনকে এবং গোশ্‌তগুলি ৫৭ ভাগ করিয়া ৫৭ জনকে দিবে, ইহা বহু পরীক্ষিত।

اَللّٰهُمَّ هٰذَا نِدَاءٌ لِفُلَانٍ فَتَقَبَّلْهُ مِنْهُ بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ ٥

৫নং তদ্‌বীর

খতমে খাজেগান, খতমে কাদেরিয়া ও খতমে শাফা (দোয়া ইউনুস) এই সম্বন্ধে উপকারী।

৬নং তদ্‌বীর

সাতবার বিসমিল্লাহ সহ ছুরা ফাতেহা ও সাতবার নিম্নোক্ত দুইটি দরূদ শরীফ পড়িয়া তৈল, পানি ও কালা জিরাতে ফুঁক দিয়া রোগীকে কমপক্ষে ৪০ দিন ব্যবহার করিতে দিতে হইবে। ইহাতে আল্লাহ পাকের রহমতে সমস্ত প্রকারের রোগ উপশম হইবে। (দরূদ শরীফ দুইটি এই)।

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء ٥ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل علة و شفاء ٥

Ghulam Yaseen

৭নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত ছয়টি আয়াতে শেফা চীনা সাদা বাসনে লিখিয়া যে কোন রোগীকে বেশীদিন সেবন করাইলে, খোদার ফজলে নিশ্চয়ই রোগী আরোগ্য লাভ করিবেন।

ويشف صدور قوم مؤمنين ٥ وشفاء لما فى الصدور ٥ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ٥ وننزل من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ٥ واذا مرضت فهو يشفين ٥ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ٥

৮নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত সাতটি আয়াত ছালাম ঐরূপ লিখিয়া খাওয়াইবে এবং পানিতে দম করিয়া খাওয়াইলে, পেটের অসুখও খোদার মর্জিতে উপশম হইবে।

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ٥ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ٥

سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ٥ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ٥ سَلٰمٌ

عَلٰى اٰلِ يٰسِيْنَ ٥ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ٥

سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥

৯নং তদ্‌বীর

ছুরা ফাতেহা সর্বপ্রকার রোগের দাওয়া।

(ক) চীনার সাদা বাসনে লিখিয়া বেশীদিন ধুইয়া পান করাইবে।

(খ) বিছমিল্লাহ সহ এইরূপ সাতবার পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া বেশীদিন পান করাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

(গ) যে ব্যক্তি ৪১ বার ছুরায়ে ফাতেহা বিছমিল্লাহ সহ মিলাইয়া পড়িয়া কোন রোগীর শরীরে ফুক দিবে, খোদার মর্জিতে তাহার রোগ আরোগ্য হইবে। ইহা অতি পরীক্ষিত।

১০নং তদ্‌বীর

(ক) ৭০ বার সূরায়ে ফাতেহা, ৭০ বার আয়াতুল কুর্ছি, ৭০ বার ছুরা এখলাছ, ৭০ বার ছুরা নাছ ও ফালাক পড়িয়া বৃষ্টির পানিতে ফুক দিয়া রোগীকে সাত দিবস ফজরে পান করাইবে। খোদার ফজলে সমস্ত ব্যাধির শেফা হইবে।

(খ) ছুরা আ'লা ৭০ বার, ছুরা এন্‌শেরাহ্‌ ৭০ বার, ছুরা কদর ৭০ বার, ছুরা কাফেরূণ ৭০ বার,

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

الْعَظِيْمَ ৭০ বার—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ

وَالْكُلِّ وَسَائِرِ التَّابِعِيْنَ ٥

Ghulam Yaseen

৭ বার পড়িয়া মেঘের পানিতে ফুক দিয়া ৭ দিবস পান করাইবে। ইন্‌শাআল্লাহ ইহাতে সমস্ত প্রকার পীড়া আরোগ্য হইবে। এমন কি যাহার সন্তান না হইয়া থাকে, তাহার সন্তান হইবে।

১১ নং তদ্‌বীর

জুমার দিবস আছরের নামাজের পর হইতে মাগরেব পর্যন্ত রোগী।

يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ ٥

পড়িবে। এইরূপ দৈনিক পড়িতে থাকিলে ২১ দিনের মধ্যে আল্লাহ-তায়ালার মর্জিতে দুরারোগ্য ব্যাধি উপশম হইবে।

সমস্ত প্রকার বেদনার আশ্চর্য ও ফলপ্রদ চমৎকার তদ্‌বীর।

১নং তদ্‌বীর

শরীরের যে কোন স্থানে বেদনা হউক না কেন এমন কি পেটে বেদনা হউক বা মাথা বেদনা হউক। বেদনার স্থানে হাত দ্বারা চাপিয়া রাখিয়া ৩ বার বিছমিল্লাহ ও ৭ বার এই দোয়া পড়িয়া হাত

اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وا حاذر ٥

তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, বেদনা ভাল হইয়াছে কিনা? যদি সুস্থ না হইয়া থাকে, তবে পুনঃ বেদনা স্থানে চাপিয়া রাখিয়া উক্ত প্রকার বিছমিল্লাহ ও দোয়া পড়িবে। এইরূপ কয়েকবার করিতে করিতে বেদনা খোদার মর্জিতে ভাল হইয়া যাইবে।

২নং তদ্‌বীর

উক্ত দোয়া উক্ত নিয়মে লিখিয়া তাবিজ করিয়া বেদনা স্থানে বাঁধিয়া রাখিলেও খোদার মর্জিতে বেদনা ভাল হইয়া থাকে।

৩নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া বেদনা স্থলে বাঁধিবে।

بسم الله الشافى ۔ بسم الله كافى ٥ بسم الله المعافى ٥

بسم الله مجريها ومرسها ان ربى لغفور رحيم ۔

৪নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি সাতবার পড়িয়া বেদনাস্থলে ফুক দিবে এবং সরিষার তৈলে ফুক দিয়া বেদনাস্থলে মর্দন করিবে।

(১) وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا ۔

(২) لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون ۔

৫নং তদ্‌বীর

একখানা কাগজে يا سمعون শব্দ লিখিবে, কাহারও মাথার বেদনার তদবীর করিতে গেলে, বরুই গাছের উপর সেই কাগজখানা রাখিয়া লোহার পেরেক দ্বারা يا হরফের উপর ঠুকিবে, অন্য কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি করিতেছ? সে উত্তর করিবে, আমি অমুকের মাথার বেদনাতে পেরেক মারিতেছি। এইরূপ দাঁতের বেদনা দুর হওয়ার জন্য س হরফের উপর, গলার বেদনার জন্য

Ghulam Yaseen

م হরফের উপর চক্ষু বেদনার জন্য ع হরফের উপর, কর্ণ বেদনার জন্য و হরফের উপর এবং অর্ধমাথা বেদনার জন্য ق হরফের উপর পেরেক ঠুকিবে। অপর একজনে জিজ্ঞাসা করিবে, সে ঐরূপ উত্তর দিবে।

৬নং তদ্‌বীর

রমজান শরীফের শেষ জুমার দিন নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া রাখিবে। উক্ত তাবিজ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে মাথার সমস্ত বেদনা আল্লহর ফজলে ভাল হইয়া যাইবে।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۔ ثُمَّ جَعَلَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۔ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ○

৭নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত ৩/৫ বার পড়িয়া মাথায় ফুক দিবে।

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۔

৮নং তদ্‌বীর

আধ কপালে বেদনা হইলে নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া বেদনার উপর ফুক দিবে।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ○ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاۤءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ○

স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার তদ্‌বীর।

১নং তদ্‌বীর

নিম্নের আয়াত চীনা বাসনে লিখিয়া গোলাবে ধুইয়া সেবন করাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم ○ فان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم ○ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ○ وسيجزى الله الشاكرين ○

২নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোয়া তিনখানা কাগজে লিখিয়া তাবিজ করিয়া একটি তাবিজ স্ত্রীলোকটির সম্মুখের দিকের কাপড়ের আঁচলে, দ্বিতীয়টি পশ্চাতের দিকে আঁচলে এবং তৃতীয়টি নাভীর নীচে বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে ইন্‌শা আল্লাহ্ সুস্থ্য হইয়া যাইবে।

وما محمد الا رسول ○ قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم ○ انقلب يادم بالف لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ۔

৩নং তদ্‌বীর

চারখানা কাগজে ১০ বার করিয়া صم অক্ষরটি লিখিবে একখানা গুলি করিয়া খাইয়া ফেলিবে, দ্বিতীয়খানা তাবিজ করিয়া মস্তকে বাঁধিবে, তৃতীয়খানা গলায় বাঁধিবে চতুর্থখানা পলিতা বানাইয়া আগুনে ধরাইয়া উহার ধোয়াটি নাভীতে লাগাইবে ইহাতে রক্তস্রাব ও রক্তপিত্ত বন্ধ হইবে।

৪নং তদ্‌বীর

দ্বিতীয় নম্বরে লিখিত তাবিজ দুই চক্ষের মধ্যে নাকের উপরে বাঁধিয়া রাখিলে নাক্‌ছির (নাকেএবাশ) ও রক্তপিত্ত রোগ আরাম হয়।

Ghulam Yaseen

৫নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া পানিতে দম করিয়া পান করাইবে এবং তাবিজ করিয়া গলায় বাঁধিবে। ইহাতে রক্ত পিত্তরোগ উপশম হয়।

وننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمؤ منين
و لا يزيد الظلمين الا خسارا ٥

৬নং তদ্‌বীর

(ক) মেহেন্দী পাতার রস আধা ছটাক পরিমাণ লইয়া আতপ চাউলের ফেনের সহিত সেবন করিবে, রক্তস্রাব ভাল হইবে।

(খ) আধাতোলা কালা জিড়া বেগুনের মধ্যে ভাতে দিয়া সিদ্ধ করিয়া সর্বশুদ্ধ খাইলে উক্ত স্রাব বন্ধ হয়।

(গ) রক্তস্রাব অতিরিক্ত বেশী হইলে মেহেন্দী পাতার রস আধপোয়া লইয়া উক্ত নিয়মে তিনদিন সেবন করিলে খোদার মর্জিতে উক্ত রোগ নিরাময় হইবে।

৭নং তদ্‌বীর

চারিতোলা কদম ফুলের রস একতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে, প্রসুতির রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

৮নং তদ্‌বীর

আধছটাক দুর্বার রস কিঞ্চিৎ পরিমাণ চিনির সহিত দিবসে তিনবার সেবন করিলেই স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত রক্তস্রাব ও রক্ত দাস্ত আরেগ্য হয়।

প্রস্রাব বৃদ্ধি হয় অথবা প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া করার ঃ—

১নং তদ্‌বীর

ছুরা আর্‌রহমান শরীফ, এক ছটাক আদা আর এক ছটাক কালিজিরা ধুইয়া শুকাইয়া দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া ঐ কালিজিরা আর আদা কাটিয়া কাটিয়া একত্রে মিলাইয়া পড়িয়া দিবেন কিন্তু যখন 'ফাবে আইয়ে আলায়ে রব্বেকুমা তু কাজ্জেবান' আসিবে তখনই ঐ বিমারের কথা স্মরণ করিয়া ফুক দিবেন। এই প্রকার শেষ সময় একটি ফুক দিয়া ঐ রোগীকে ৭ দিন যাবত দিবসে তিনবার অজুর সাথে পান করাইবেন। আর নিম্নের নক্সাটিকে বাম ডানায় বাঁধিবে।

اعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق								
ا	ر	د	ف	ع	ل	و	ه	د
م	ل	ا	ن	م	ح	ا	ز	ه

চক্ষে কম দেখা, চক্ষু লাল হওয়া ইত্যাদির তদ্‌বীর

১নং তদ্‌বীর

الرحمن علم القران এই আয়াত শরীফ ৪১ বার পড়িয়া বাম চক্ষে ফুক দিবে। প্রত্যেকবার বিছমিল্লাহ সহ পড়িবেন। প্রত্যেকবার ফুক যেন অতি জোরে চক্ষে লাগে। আর ডান চক্ষে يس ٥ والقران الحكيم ৪১ বার পড়িয়া ঐ প্রকার ফুক দিবেন।

Ghulam Yaseen

২নং তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত নক্সাটি কাগজে উঠাইয়া ঐ নক্সাটি সন্ধ্যারাত্রে একটি পরিস্কার বর্তনে ভিজাইয়া রাখিবেন। ফজর বাদ ঐ কাগজ খানা ডলিয়া অজুর সহিত ঐ পানি পান করিবেন। মানুষকে ছুষি করিবেন না, খাঁটি ভক্তি করিয়া আমল করিবেন। শাফা দিবার মালিক আল্লাহ, এইসব হইল উছিলা মাত্র।

م	ی	ک	ح	ن	ا	ق	ل	و	س	ی
ران	ق	م	ل	ل	ع	ن	م	ح	ر	ا

স্ত্রীলোকের মাসে মাসে ঋতু হইবেই, অতিরিক্ত হইলে তাহার তদ্‌বীর

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ০

এই আয়াত প্রত্যেকবার বিছমিল্লাহ সহ ৪১ বার পড়িয়া ৪১ বার পানিতে ফুক দিবেন। এই পানিকে প্রাতে ও বৈকালে পান করিবেন এবং নিম্নোক্ত নক্সাটি মাদলীতে ভরিয়া নিজের সাথে রাখিবেন। বাম ডানায় হউক বা গলায় হউক সুযোগ মতে বাঁধিয়া রাখিবেন।

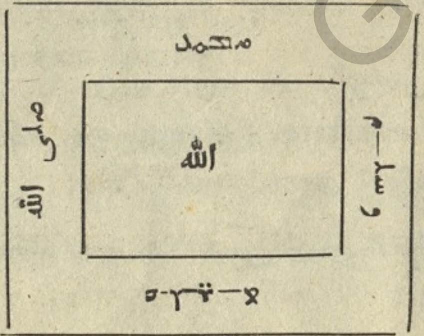

মাসে মাসে স্ত্রীলোকের ঋতু হওয়া চাই, নচেৎ শরীরের নানা প্রকার অসুখ জন্মিয়া যাইবে। শরীর দুর্বল হয় ইহার তদ্‌বীর

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ০

এই আয়াত ৪১ বার পড়িয়া পানিতে দম করিয়া ঐ পানি ৩১ দিন পর্যন্ত সকাল বৈকাল পান করিবেন। আর নিম্নোক্ত নক্সাটি মাদুলীতে ভরিয়া সংগে রাখিবেন।

	س		ث
٤	ل	ل	م
ن	م	ح	ر
م	ح	ر	

যে স্ত্রীলোকের সব মেয়ে হয় ছেলে হয় না তবে নিম্নলিখিত তদ্‌বীর করিবেন। মাওলাপাক মকছুদ পুরা করিবেন।

স্ত্রী যখন হামেল হয় তখন হইতে তিন মাসের মধ্যে এই তদবীর করিবেন, আল্লাহ পাক যদি কবুল করেন তবে অল্প তদবীরেই মকছুদ পুরা করিতে পারেন। নিম্নলিখিত শব্দ ডান হাতের শাহাদাৎ অঙ্গুলী দ্বারা তলপেটে লিখিবে। প্রত্যেক দিন দুইবার করিয়া লিখিবে, অন্যের দ্বারা লেখাইলে কাজ হইবে না। আপন স্বামীই লিখবেন। يَا مَتِيْنُ নিম্নের নক্সাটি তলপেটে বিবি ছাহেবার হাতের ৫ অংগুলি সূতা দিয়া ঝুলাইয়া বান্ধিয়া রাখিবেন। সন্তান

Ghulam Yaseen

হওয়া মাত্র সন্তান ধুইয়া সন্তানের গলায় বাধিয়া রাখিবেন।

নক্সা এই :—

ن	ق	ل	خ	صا	ن	ا	ه	ث	ب	س	ح	ف	ا
ل	ان	ى	ل	ا	ه	ک	ن	ا	و	ث	ب	ع	ک
اللّٰه ل	س	ر	د	م	م	م	م	ن	و	ع	ج	ر	ث

জ্বরের তদ্‌বীর

অতি জ্বর হইয়াছে কোন সময়ই তাহার বিরাম নাই তাহার তদ্‌বীর।

يَا مُحِيْطُ এই শব্দ ১০১ বার পড়িয়া রোগীর মাথা হইতে নীচের দিকে দম করিতে থাকিবেন। প্রত্যেকবার বিছমিল্লাহ সহ পড়িবেন। একবার পড়িয়াই দম করিবেন। পড়িবার সময় অন্যদিকে খেয়াল রাখিতে পারিবেন না। ঐ বিমারের দিকে খেয়াল রাখিবেন এবং ঐ শব্দ একখানা কাগজে লিখিয়া আর নিম্নলিখিত নক্সাটিও ঐ কাগজে লিখিয়া একটি রুপার মাদলীতে ভরিয়া গলায় দিবে বা বাম ডেনায় বাঁধিবে।

নক্সা এই :—

اللّٰه كافى	اللّٰه شافى	اللّٰه كافى	اللّٰه شافى
اللّٰه كافى	اللّٰه شافى	اللّٰه كافى	اللّٰه شافى

পেটে প্লীহার কারণে হামেশা জ্বর থাকে তাহার।

১নং তদ্‌বীর

যাহার প্লীহা তাহাকে অজুর সাথে চিৎ করিয়া শোয়াইলে পরে নিজেও অজুর সহিত নিজের ডাহিন হাতের বুড়িয়া অঙ্গুলীকে ঐ প্লিহার উপর অতি জোরে চাপিয়া রাখিবেন এবং ঐ অবস্থায় يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ তছবিহ হাতে নিয়া পড়িতে থাকিবেন। যখন দেখিবেন রোগী অস্থির হইয়াছে তখন يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ ২১ বার পড়িয়া শেষ করিবেন। সংগে সংগে নিম্নলিখিত নক্সাটি গলায় ঝুলাইয়া বাঁধিবেন। যেন প্লিহার উপর ঐ তাবিজটি থাকে।

ل	د	ب	ع
ح	ر	د	ف
ى	ىن	ل	

স্ত্রী যদি স্বামীকে না দেখতে পারেন বা না মানে ; বেয়াদবী করে তাহার তদ্‌বীর।

১নং তদ্‌বীর

নিম্নলিখিত দোঁয়া ৭ বার পড়িয়া একতোলা চিনির উপর ফুক দিয়া উভয়কে খাওয়াইয়া দিবে।

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى ٥ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ بَيْنَهُمَا

Ghulam Yaseen

كَمَا بَيْنَ اٰدَمَ وَ حَوَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ० اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بَيْنَ زُلَيْخَانَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ۔

খেয়াল রাখিবেন যখন বাইনা হুমা বলিবেন তখন স্ত্রী এবং পুরুষ যাহাদের মধ্যে মিলন করিতে চাহেন তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া লইবেন। এবং নিম্নোক্ত নক্সাটি তাবিজ করিয়া স্ত্রীর ছিনার উপর ছোয়াইয়া স্বামীর সংগে রাখিবে।

আমি দোয়া করি অল্লাহ পাক মিল করিয়া দেন। আমার লিখিত খাছপর্দা বইখানা পড়িয়া স্ত্রীকে শুনাইবেন।

ی	ث	س	ج	ن	ی	د	ن	ی	ع	م
الله	الله	٧	ی	ل	ع	الله	ث	م	ح	ر

যদি কাহাকেও সাপে কাটে বা অন্য কোন বিষে ধরে শিং মাছ, বল্লা, ভেংরুল ইত্যাদিতে আল দিলে তাহার তদ্‌বীর।

১নং তদ্‌বীর

খাটি দেলে নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিবেন, বুড়িয়া অংগুলীতে ডোর লাগাইয়া একজন টানিতে থাকিবে আর একজন হাতে গামছা নিয়া মাথা হইতে ঝারিতে থাকিবেন। যখন পুরা বিষ জমা হইবে তখন ফোরদিয়া বিষ নামাইয়া ফেলিবেন। আবার অন্য অংগুলীতে ডোর দিবেন। যদি আবার ভার হয় তাহা হইলে আবার বিষ ফেলিবেন। যতক্ষণ বিষ নামিবে ততক্ষণ

এইরূপ করিতেই থাকিবেন। যখন দেখিবেন তাজা রক্ত বাহির হইয়াছে তখন বন্ধ করিয়া দিবেন। যদি দেখেন বিষ নামে না তখন নিম্নের নক্সাটি রোগীর মাথায় বাঁধিয়া ঝারিতে থাকিবেন, ইন্‌শা আল্লাহ শাফা হইবে। আয়াত এই :—

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ०

সন্তান হইবার সময় কতেক স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা অতিশয় বেশী হয়। রোগী খুব কষ্ট পায় তাহার তদ্‌বীর।

১নং তদ্‌বীর

নিম্নের আয়াত পবিত্র অবস্থায় লিখিয়া পরিস্কার কাপড়ের টুকরায় পেচাইয়া বাম রানে বাঁধিয়া দিবেন এবং সন্তান হওয়া মাত্র তাবিজটি পানিতে ফেলিয়া দিবেন।

ابوبكر رض	محمد صلى الله عليه وسلم
عمر رض	اسرافيل عليه السلام
عثمان رض	ميكائيل عليه السلام
على رض	جبرئيل عليه السلام

আয়াত এই :—

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۔

Ghulam Yaseen

২নং তদ্‌বীর

একতোলা পরিমাণ চিনি লইবেন, তাহার উপর এই আয়াত ৭ বার পাঠ করিয়া প্রত্যেকবার বিছমিল্লাহ পড়িবেন, ৭ বার ফুক দিবেন পরে একবারে সব খাওয়াইয়া দিবেন, ইন্‌শা আল্লাহ অতি শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ট হইবে।

আয়াত এই :—

عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۝

নক্সাটি বাম ডানায় বাঁধিয়া দিবেন—

ل	ا	و	ن	م	د	ل	س	ن	ث	ف	ق	ل	و
م	ث	د	س	ح	٥	و	س	ا	ك	ع	ن	ى	ق
م	د	م	م	ع	ر	ک	ب	ب	ا	ب	ب	ا	ح

॥ সমাপ্ত ॥

চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকার প্রথম ছবক

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! জানিয়া রাখিবেন, দোযখের আযাবের পথ বন্ধ করিয়া বেহেশতে যাইবার জন্য কেতাবে ১২৬ তরিকা বয়ান করিয়াছে। তন্মধ্যে চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকা একেবারে শর্টকাট। এই তরিকার প্রথম ছবকখানা লিখিয়া এজাজত দিলাম। মাগরিবের ফরজ, ছুন্নত পড়িয়া ৬ রাকাত আউয়াবিন নামাজ পড়িবেন। যে কোন সূরা দিয়া পড়েন ইচ্ছা। নফল বা ছুন্নত উভয় রকম নিয়ত করা দুরস্ত আছে। প্রথম দিন একবার আলহামদু, তিনবার সূরা এখলাছ দিয়া দুই রাকাত শুকরানা নামাজ আদায় করিবেন। স্ত্রীগণ নামাজের কায়দায়, পুরুষগণ আসন করিয়া বসিবেন। প্রথমে ৫ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া আস্তাগফিরুল্লাহ ১১ বার পড়িবেন। পরে ছোবহানাল্লাহ ১০০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০০ বার ও আল্লাহু আকবার ১০০ বার পড়িবেন। এই সময় খেয়াল রাখিবেন সামনের দিকে—মা'বুদ আমার দিকে চাহিয়া আছেন। পরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ৫০০ বার, সময় না পাইলে কমপক্ষে ২০০ বার পড়িবেন। অর্থ খেয়াল করিবেন আল্লাহ বাদে কেহ মা'বুদ নাই। চক্ষু মুদিয়া জিকির শুরু করিবেন। আবার (মোনাজাতের পূর্বে) ৫ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া মোনাজাত দিবেন।

এই ছবক আদায় করিতে যদি মজা পান, তবে পত্র মারফত বা সাক্ষাতে পরের ছবক নিবেন। পুরুষ জোরে, স্ত্রীগণ আস্তে জিকির করিবেন। আমার ওয়ালেদ সাহেবের রচিত ২৭ খানা কিতাব পড়িবেন। শুধু আখেরাতের বয়ান, যে খরচই যাইবে আখেরাতের নেকের পাল্লায় উঠিবে।

সৈয়্যদ মোঃ ফজলুল করীম
(পীর সাহেব, চরমোনাই, বরিশাল)

Ghulam Yaseen

আল-এছহাক প্রকাশনী

চরমোনাই এর মরহুম পীর সাহেব (রঃ) কর্তৃক লিখিত

কিতাব সমূহ

১। আমপারার তাফসীর
২। ২৯ পারার তাফসীর
৩। সূরা ইয়াছীনের ,,
৪। সূরা আর-রাহমানের ,,
৫। বেহেশতের সুখ—
৬। দোযখের দুঃখ—
৭। আশেক মাশুক—
৮। ভেদে মা'রেফাত—
৯। মারেফতে হক
১০। খাছ পর্দা
১১। কবরের আযাব—
১২। যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ
১৩। জেকরে জলি
১৪। নামাজ শিক্ষা
১১। তাবিজের কিতাব—
১৬। রাহে জান্নাত—
১৭। ধুম বিনাশ বা দেল পাক
১৮। জেহাদে ইসলাম
১৯। পীর হইয়া আবার কাফের হয় কেন?
২০। কারী সাহেব (রঃ) জীবনী
২১। জুম্মার নামায
২২। নোয়াখালীর বিরাট বহছ
২৩। ফরিদপুরের বিরাট বহছ
২৪। নুজহাতুল-কারীর ব্যাখ্যা
২৫। আল-হাদিয়াতুল ইসলামিয়া
২৬। জেকেরের হাজিরাবহি
২৭। ছওয়াল—জওয়াব
২৮। এশ্‌কে দেওয়ানা

ভি, পি, যোগে বা খুচরা ও পাইকারী কিতাব পাইবার ঠিকানা

ম্যানেজার

অফিস:
আল-এছহাক প্রকাশনী
১৩৫, হৃষিকেশ দাস রোড,
সূত্রাপুর, ঢাকা—১

বিক্রয় কেন্দ্র:—
আল-এছহাক প্রকাশনী
২/৩, প্যারিদাস রোড, (বাংলাবাজার)
ঢাকা-১

©Ghulam Yaseen

আল-এছহাক প্রকাশনী

Ghulam Yaseen